মাসিক কমপিউটার জগৎ–এর নির্বাচিত '৯৩-এর

সেরা কমপিউটার ব্যক্তিত্ব, সেরা পণ্য এবং কিছু কথা

মাসিক কমপিউটার জগৎ গত জানুয়ারী সংখ্যায় নির্বাচন করেছে '৯৩-এর সেরা ব্যক্তিত্ব এবং সেরা পণ্য। সেরা হিসেবে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেমন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা এমনকি বিজ্ঞাপনের মডেল তারকা। আর এই সেরা নির্বাচন সকল নির্বাচকের চোখে একই রকম হয় না। সাধরণত সেরা নির্বাচন করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বা ম্যাগাজিন। নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গিতে এক পত্রিকা যাকে সেরা নির্বাচিত করল অন্য পত্রিকা তাকেই নির্বাচত করবে এমনটি বলা যায় না। একই নাট্যকার সবার দৃষ্টিতে সেরা হলে অন্য নাট্যকারদের কখনওই সেরা হওয়ার ভাগ্য প্রসন্ন হবে না। তাই কমপিউটার জগৎ-এর দৃষ্টিতে যেটি সেরা অন্য কারো দৃষ্টিতে সেটা নাও হতে পারে।

এদেশে বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রে সেরা ব্যক্তিত্ব দেখানো হলেও কমপিউটারের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কমপিউটার জগৎ-ই একমাত্র দাবীদার যা অন্য কেউ প্রকাশ করেনি। আগেই বলা হয়েছে এই সেরা প্রকাশ কমপিউটার জগৎ-এর নিজস্ব দৃষ্টিতে করা হয়েছে। এবারের কমপিউটারের ক্ষেত্রে এসেছে দুই নারী। আমাদের দেশে কমপিউটার প্রচলন যদিও উপমহাদেশে সবার আগে। কিন্তু কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার ব্যাপারেও সর্বাগ্রে। তবুও সময়ের চাকায় ঘুরে নতুন প্রজন্মের সাহসী উদ্দীপনায় আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা হার্ডওয়্যার উৎপাদনের কথা এখনও চিন্তাও করতে পারিনা, যদিও একক প্রচেষ্টায় সংযোজন কিছু হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মেধা দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কমপিউটার জগৎ সেরা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে বিবেচনায় এনেছে সফটওয়্যার উন্নয়নকে। এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে সফটওয়্যারে তার দক্ষতা ও অবদানকে। আর সেরা নির্বাচিত হয়েছে একটি সফটওয়্যার। এবারের মূল্যায়নে এসেছে তরুণদের উদ্ভাবিত সফটওয়্যার 'পন্ডিত'।

সেরা পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গি কমপিউটার জগৎ-এর নিজস্ব। কাজেই অন্য কারো দৃষ্টিতে এটি সেরা নাও হতে পারে। অন্যান্য দেশে কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা একাধিক, যারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে সেরা পণ্য নির্বাচন করে থাকে। এতে করে দেখা যায় বিভিন্ন সেরা তালিকায় আসে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন পণ্য। একই পণ্য সকল পত্রিকায় সেরা নির্বাচিত হয় না। যেমন পিসি ম্যাগাজিনের বিবেচনায় ZEOS এর পণ্য একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছে। কিন্তু অন্য ম্যাগাজিন ঠিক সেরূপ করেনি। আবার বিপুল পরিমাণ অর্থ (যেমন, কেবলমাত্র পিসি ম্যাগাজিন বছরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মার্কিন ডলার) গবেষণায় ব্যয় করে এ রূপ ২/৪টি পত্রিকা ছাড়া পপুলার সায়েন্স, ফরচুনের মত অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকাতেও 'সেরা' নির্বাচন করার মানদন্ড (criteria) প্রকাশ করা হয় না। কমপিউটার জগৎ তার বিবেচনায় এনেছে যে সমস্ত পণ্য সেরা হিসেবে, অন্য কারো বিবেচনায় সে সমস্ত পণ্য সেরা নাও হতে পারে। ক্রেতার কাছে সে পণ্যটিই সেরা যা তার চাহিদা সবচেয়ে বেশি মেটাতে পারে। আর সব ক্রেতার চাহিদা কখনও এক রকম হয় না।

আমরা 'সেরা' নির্বাচনের পরে তিনজনের কাছে থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছি। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এপলের নিউটন কেন সেরা পণ্য হয়নি, এএসটি"র নোট বুক এবং সেইফওয়্যার্স-এর 'পন্ডিত' কেন নির্বাচিত করা হয়েছে ইত্যাদি অভিযোগ এনেছেন। এ ব্যাপারে আমরা কোনরূপ ডিবেটে যেতে চাই না। ভবিষ্যতেও আমরা তা এড়িয়ে চলবো। এদেশে কমপিউটারের বাজার খুবই ছোট। কাদা ছোড়াছুড়ি ক্ষতি ছাড়া কারো কোন সুফল বয়ে আনবে না। তবে ইংরেজী হস্তাক্ষর চেনার নিউটন এবং এএসটির নোটবুকের ব্যাপারে এসংখ্যায় প্রকাশিত দু'টি খবরের প্রতি সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১৯৯৩ সনে যে সমস্ত কমপিউটার বাংলাদেশে এসেছে বা ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র সেগুলোই সেরা নির্বাচনের জন্য বিবেচনায় আনা হয়েছে। সেরা নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী যেসব মূল্যায়নকে ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন সেগুলো ছিল – পণ্যটির মূল্য, পরিসেবা, দেশীয় প্রেক্ষাপটে ক্রেতার নিকট গ্রহনযোগ্যতা, পণ্যের ভবিষ্যত ধারা (future trend), গুণগতমান, উৎপাদনশীলতা।

আমাদের দেশে কমপিউটার ব্যবহার করার মত মেধা ও যোগত্যাসম্পন্ন লোক অনেক। কিন্তু ক্রেতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন। ক্রয়ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে অনেকেরই। কাজেই সেরা পণ্য বিবেচনায় পণ্যের মূল্য ধরাটার যৌক্তিকতা রয়েছে। ক্রয়ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে ক্রয় করা মেশিনটির ভবিষ্যত অবস্থা স্বভাবতই বিবেচনায় এসে যায়। সবাই চায় তার ব্যবহার্য পণ্যটির একাধিক প্রয়োগ করার ব্যবস্থা থাকুক। সর্বোপরি পরিসেবা কে না চায়।

কমপিউটার জগৎ-এর দৃষ্টিতে সেরা ব্যক্তিত্ব ও সেরা পণ্য সম্পর্কে কমপিউটারের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া এবং অভিমত সংক্ষিপ্তাকারে নিচে উপস্থাপন করা হলো।

এই লেভেলের মহিলারাও যে এদেশে আছেন তা দেশবাসী জানতে পারলো

দুজন মহিলা এদেশে কমপিউটারে সেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হওয়ায় দেশের বিশিষ্ট মহিলা বিজ্ঞানী এবং আন্তর্জাতিক মহিলা বিজ্ঞান সংস্থা WISTAR-এর সভানেত্রী ডঃ শাহিদা রফিক তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন– এটা নিঃসন্দেহে গর্বের এবং আনন্দের যে আমাদের দেশে মহিলারাও এতদূর এগিয়ে এসেছেন। এই লেভেলের মহিলাও যে এদেশে আছেন তা কমপিউটার জগৎ-এর জন্যই দেশবাসী জানতে পারলো। এদেশে মহিলা বিজ্ঞানীদের কোন প্রচার নেই। এদের কর্মকান্ড এদেশে কেউ যথাযথভাবে প্রকাশ করে না। মেয়েদের ফোকাস করে মাসিক কমপিউটার জগৎ একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে।

ব্যাংকিং সফটওয়্যার সৃষ্টিই তৃপ্তিদায়ক কাজ

সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় শাহেদা মুস্তাফিজ তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন এই সম্মানিত ঘোষণা পাওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কমপিউটার জগৎ কে। এদেশে অনেক ব্যাপারে ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা বা স্বীকৃতি দেয়ার কথা শোনা গেলেও কমপিউটারের ক্ষেত্রে পণ্য এবং ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে এটি একটি ব্যাতিক্রমধর্মী স্বীকৃতি। যা শুধুমাত্র কমপিউটার জগৎ

শাহেদা মুস্তাফিজ

দিতে পেরেছে। আর এটির অবশ্যই দরকারও আছে।

আমি সফটওয়্যারের কাজ করি। আর আমি ব্যাংকিং সফটওয়্যারের কাজে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি বেশি এবং এই ব্যাংকিং সফটওয়্যারই আমার এ পর্যন্ত তৃপ্তিদায়ক কাজ বলে মনে করি।

আমার গড়া ব্যাংকিং সফটওয়্যার চালাচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক। বিদেশে চালানো সম্ভব তবে প্রয়োজন অনুযায়ী এর কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।

এ পর্যন্ত অনেক ট্রেনিং দিয়েছি এবং এখনও দিচ্ছি। ট্রেনিং প্রাপ্তরা বেশ ভাল অবস্থানেও আছে। আমাদের দেশে মেধা আছে প্রচুর যাদের কাছ থেকে অনেক বড় কিছু আশা করা যায়। শুধু অভাব তাদের নির্দিষ্ট গাইডের। আমার কাছে এ ব্যাপারে সহায়তা চাইলে সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং গাইড করার আশ্বাস দিচ্ছি। এরই মধ্যে অনেক অভিভাবক কমপিউটার জগৎ হতে করে নিয়ে এসেছে তার সন্তানের জন্য পরামর্শ চাইতে, এলে আমি পরামর্শ দিয়েছি এবং পরেও দেবো।

সীডস কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক শেখ আবদুল আজিজকে কমপিউটার জগৎ-এর সেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচনের ব্যাপারে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি বলেন– কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা বলে কমপিউটারের সাথে সংশ্লিষ্টরাই নির্বাচিত হবেন; এটাই স্বাভাবিক। তবে এ দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের ফোকাস করা সঠিক হয়েছে। মহিলা যারা এ ফিল্ডে উচু লেবেলে আছেন, তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে পিছিয়ে নেই। সাংবাদিকদের দায়িত্ব এদেরকে সবার কাছে তুলে ধরা। কমপিউটার জগৎ সে দায়িত্বটুকুই করেছে। '৯৩তে মহিলাদের প্রোজেকশনের দরকার ছিল। কমপিউটার জগৎ-এ দেখার আগে আমি নিজেও মিসেস ওয়াসে সম্পর্কে জানতাম না। নির্বাচিতরা নিঃসন্দেহে দেশের গৌরব।

ব্যবস্থাপনায় আসীনদের শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে

শায়েস্তা শাকের ওয়াসে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন কমপিউটার জগৎ-এর বিবেচনার জন্য আমি আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ। এ রকম উদ্যোগের ফলে অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখা যায় ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে যে সমস্ত ব্যক্তি আসীন আছেন তাদের মধ্যে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আগ্রহ নেই। অনেক সময় শেখার কথায় লজ্জা পান। বড় কর্তাদের উচিত লজ্জা ভুলে গিয়ে নিজেরা শিখে সবাইকে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া যা দেশের জন্য হবে লাভজনক।

শায়েস্তা শাকের ওয়াসে

অনেক সময় দেখা যায় অনেক আগ্রহী শিক্ষার্থী প্রথম আইকিউ টেষ্টে বিফল হয়ে বাদ পড়ে বা একেবারে কিছুই জানেনা এমন কেউ শেখার আগ্রহ দেখায়, অনেকে তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু আমি ধৈর্য্য ধরে সময় বেশি ব্যয় করে তাদেরকে শিখিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি।

মিসেস ওয়াসে বলেন– আমার উন্নয়নমূলক কাজ চলবে এবং যদি কেউ কোন সহযোগিতা চায় তা দিতে আমি প্রস্তুত।

এ টু জেড কমপিউটার সার্ভিসেস লিঃ এর স্বত্বাধিকারী আ.শ.ম.ওয়াসে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন কমপিউটার জগৎ-এর নির্বাচন সত্যিই ভাল। এতে করে দেশবাসী জেনেছে কমপিউটারের এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষরাই যে কাজ করছে তা নয় মহিলারাও পিছিয়ে নেই। মিসেস ওয়াসের ব্যাপারে বলেন, তিনি কমপিউটারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন এবং প্রোগ্রাম রচনায় বেশ ক্ষমতা রাখেন। শুধু আমাদের দেশে নয় অনেক দেশেই মহিলারা সুযোগ কম পায় বা তাদেরকে কম সুযোগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে মহিলাদের আগ্রহী করে তোলা এবং সুযোগ সৃষ্টি করার একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারে মিডিয়া।

কমপিউটার জগৎ-এর বিবেচনায় সেরা পণ্য/ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা সাধারণ লোকের জন্য খুবই সহায়ক হচ্ছে, শুধু তাই নয় অনেকের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রকাশ যথেষ্ট সহায়ক।

Prolinea CDS একটি চমৎকার পণ্য

উন্নতমানের যন্ত্রাংশ (component) সম্বলিত **Prolinea CDS** একটি অত্যন্ত সমাদৃত কমপিউটার, সহনীয় মূল্যমান, প্রলম্বিত ওয়ারেন্টি, ভবিষৎ ধারার সিডি-রম ড্রাইভযুক্ত এ কমপিউটারটি মাসিক কমপিউটার জগৎ কর্তৃক '৯৩ সালের সেরা পণ্য নির্বাচিত হওয়ায় ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশনস্ - এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোরহান উদ্দিনের মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন – এটি একটি চমৎকার পণ্য। আমেরিকাতেও এটি খুবই জনপ্রিয়। এদেশের কমপিউটার রাজ্যের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এটি আগ্রহ নিয়ে কিনেছেন।

এদেশে ভেন্ডারগণ এই পণ্যটি প্রোমোট করেননি। কারণ এখানকার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ যা এই যন্ত্রটির জন্য ক্ষতিকর বলে ভাবা হতো। তবে আমি এ পর্যন্ত ১৮টি CDS বিক্রি করে একটাতেও তেমন কোন সমস্যা দেখিনি। কোন রকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই এই পণ্যটি প্রচুর বিক্রি হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যায় পণ্যটির মান কত উন্নত।

সবকিছু বিবেচনা করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ পণ্যটিকে সেরা নির্বাচন করা সঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

Deskjet 1200c অন্যান্য দেশেও সেরা পণ্য

কমপিউটার জগৎ-এর দৃষ্টিতে বছরের সেরা পণ্যের তালিকায় এইচপি-র DeskJet 1200c প্রিন্টার স্থান পাওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ঢাকার ফ্লোরা লিমিটেডের পরিচালক মোস্তফা শাসমুল ইসলাম প্রিন্স জানান এটি অন্যান্য দেশেও এমনকি আমেরিকায় বেশ কয়েকটি পত্রিকার বিচারে সেরা পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এইচপি-র এই পণ্যের জন্য বাজার জরীপ করে দেখা গেছে এটার চাহিদা যদিও খুবই ভাল তবুও এর বাজার সম্পৃক্ত করতে সময় লাগবে। বিশেষ করে আমাদের দেশে ক্রেতাদের একটা বিশেষ দিক হলো তারা সাধারণত দাম কমের দিকে ঝুঁকে। কাজেই এর দামের দিক বিবেচনা করে বলা যায় অনেকেরই যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এটি সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন না।

গুনগত মান ও উৎকর্ষতায় অদ্বিতীয় মাল্টি লিংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহফুজুর রহমান তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন কমপিউটার জগৎ –এর সিদ্ধান্ত যথাযথ এবং সঠিক হয়েছে। এইচপি-র DeskJet 1200c-এর গুণগত মান এবং উৎকর্ষতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। মাল্টিলিংক সম্প্রতি কমপিউটার ওয়ার্লড এর মাধ্যমে এইচপি-র ডিলারশিপ পেয়েছে এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে তারা এর পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন বলে তিনি জানান।

এক কোয়ার্টারে ৭২,০০০টিরও বেশি BRAVO নোটবুক বিক্রি প্রমাণ করে ---

এবাকাস এণ্ড অটোমেশন লিঃ এর পরিচালক প্রকৌশলী এসএম মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী এএসটির BRAVO নোটবুকটি কমপিউটার জগৎ-এর মনোনয়নে সেরা পণ্য বিবেচিত হওয়ায় বলেছেন – কমপিউটার জগৎ যে একটি প্রতিষ্ঠিত ও দায়িত্বশীল পত্রিকা, তার প্রকাশ ঘটেছে এবারের সেরা পণ্য মনোনয়নের মধ্য দিয়ে।

এবাকাস এ পর্যন্ত অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এএসটির পণ্যসমূহ বাংলাদেশে এককভাবে বিক্রয় ও পরিসেবা প্রদান করছে। বিক্রয়োত্তর সেবার কারণে তাদের বিক্রয় দিন দিন বেড়েই চলেছে।

মঞ্জুরুল ইসলাম আরো বললেন - পৃথিবীতে এ পর্যন্ত BRAVO নোট বুক ৭২,০০০ টিরও বেশী বিক্রি হওয়ায় প্রমাণ করে যে, এই শ্রেণীর নোটবুকের মধ্যে এটিই সেরা। সেদিক দিয়ে কমপিউটার জগৎ-এর সেরা পণ্য ঘোষণা অত্যন্ত সঠিক, সময়োপযোগী এবং যথাযথ।

বাংলাদেশে সুলভ মূল্যের BRAVO নোটবুকটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং এর অপূর্ব দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা প্রমাণ করে যে, এখানেও এটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে জনন্দিত হবে।

তিনি কমপিউটার জগৎ-এর নির্বাচনী কমিটিকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানান এবং বলেন এই পত্রিকা বাংলাদেশের 'পিসি ম্যাগাজিন' রূপে দায়িত্ব পালন করছে।

Canofile সস্তায় একটি আদর্শ অফিসের সমাধান

Canofile সম্পর্কে-বাংলাদেশে-এর আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্টের প্রধান নির্বাহী আফতাব উল ইসলামের মুখোমুখি হয় কমপিউটার জগৎ।

পত্রিকাকে তিনি জানান, এদেশের প্রেক্ষাপটে ক্যানোফাইলকে সেরা পণ্য হিসাবে কমপিউটার জগৎ-এর নির্বাচন খুবই যক্তিযুক্ত। যন্ত্রটি আমদানীর আগে প্রফেশনালদের সমন্বয়ে গঠিত দলের সহায়তায় বিভিন্ন সরকারী ও আধাসরকারী অফিস এবং অন্যান্য এনজিও অফিসসমূহে ছয় মাস ব্যাপী এক জরীপ চালানো হয়েছে। এতে দেখা গেছে অনেক অফিসে সমগ্র প্রাঙ্গণের এক তৃতীয়াংশ স্থান দখল করে আছে কাগজ পত্রের স্তুপ। এর প্রেক্ষিতে ক্যানোফাইল সস্তায় একটি আদর্শ অফিসের সমাধান।

আফতাব উল ইসলাম জানান মাইক্রোফিল্ম টেকনোলজিতে ল্যাব স্থাপনের দশভাগের একভাগ খরচে ক্যানোফাইলে ফাইলিং সিষ্টেম স্থাপন করা সম্ভব এবং আমাদের দেশে যে সমস্ত অফিস আদালতে কাগজ ব্যবহৃত হয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য সেগুলোতে ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং সিষ্টেমটি যথেষ্ট লাভজনক হবে। মাইক্রোগ্রাফিকস এর সাথে ক্যানোফাইল এর ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং সিষ্টেমটির তুলনা করলে দেখা যায় এটি অনেক দিক দিয়ে বাড়তি সুবিধা দেয়। লেজার প্রিন্টারসহ সম্পূর্ণ সিষ্টেমটি স্থাপন করার জন্য ব্যয় হয় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা। আর এটা চালানোর ব্যাপারটি খুবই সোজা। যে কেউ এটা খুবই অল্প সময়ে রপ্ত করে নিতে পারে।

ক্যানোফাইল-এর বাড়তি সুবিধাগুলোর মাঝে রয়েছে এটি আইবিএম কমপাটিবল পিসির সাথে সংযোগ করা যায় এবং সার্ভার/ল্যান ইত্যাদির সাথেও সংযোগ করা সম্ভব।

আফতাব উল ইসলাম আরও জানান অফিস চলাকালীন যে কেউ তাঁর অফিসে এটার ডেমো দেখতে পারেন।

কমপিউটার জগৎ-এর সেরা পণ্য নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের সুচিন্তিত মনোনয়নের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

'পন্ডিত' বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক

পন্ডিত সেরা সফটওয়্যার নির্বাচিত হওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে এর চারজন তরুণ নির্মাতা - শহীদুল ইসলাম সোহেল, আর. এ. এ. আবদুল্লাহ অংক, মাহবুবুল আলম এবং শাহীন আক্তার শিল্পী লিখিতভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা জানান - পন্ডিত কমপিউটার জগৎ-এর নির্বাচনে ১৯৯৩ সালের সেরা সফটওয়্যার নির্বাচিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের পরিশ্রমের মূল্যায়ন করার জন্য মাসিক কমপিউটার জগৎ-কে ধন্যবাদ। প্রথম যখন আমাদের বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসর 'বর্ণ'র বিপনন শুরু হয় আমরা তখনও মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর কাছ থেকে

পন্ডিতের উদ্ভাবক বা দিক থেকে মাহবুব, শিল্পী, সোহেল এবং অংক

অনুকূল সাড়া পেয়েছিলাম। আমাদের দেশে সফটওয়্যারের কাজ হয় অত্যন্ত কম। আরও কম হয় লো লেভেল প্রোগ্রামিং এবং মৌলিক কাজ। 'বর্ণ' হচ্ছে বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক ওয়ার্ড প্রসেসর। আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে। তবুও আমরা গতানুগতিক প্রবাহে গা ভাসাতে রাজী নই। পন্ডিত প্রসঙ্গে একথা বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না– এটি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে এবং বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও একটি মাইল ফলক।

আমাদের এই সাফল্য আমরা মনে করি আমাদের দেশের সাফল্য। আমাদের এই বানান পরীক্ষক তৈরীর জন্য বিদেশী কোন সফট্ওয়্যারের উপর নির্ভর করতে হয়নি। কমপিউটার জগৎ সেরা সমগ্রীর নির্বাচনে ভবিষ্যতে দেশজ সামগ্রীর ওপর আরও জোর দেবে বলে আমরা আশা করি যদিও অতীতে একবারই এই মূল্যায়ন করা হয়েছিল, সেখানে সেরা ব্যক্তিত্বই শুধু বাংলাদেশী ছিলো। আগেই বলেছি আমাদের এখানে মৌলিক সফট্ওয়্যারের অপ্রতুলতা রয়েছে। তবুও ছোটখাটো অনেক কাজকেই উপযুক্ত স্বীকৃতি দিলে আমাদের সার্বিক কাজের মানোন্নয়ন হতে পারে। কারণ মেধা-মননে আমরা পশ্চাৎপদ নই অনেকভাবেই এটা আজ প্রমাণিত সত্য।

ইউএস ট্রেড শো

(৩০ নং পৃষ্ঠার পর)

ট্রেডার্সদের নিয়ে আসার জন্য কার্ড পাঠানো এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে আনা। শো সম্পর্কে যথাযথ প্রচার প্রচারণাও কম হয়েছে। এজন্য একদিন 'ট্রেডার্স ডে' রাখা অত্যন্ত দরকার। অবশ্য আমার ধারণা ছিল ১ দিন ট্রেডার্স ডে থাকবে। পরে শো'র সময়ে জানলাম যে এটি নেই।

পরবর্তীতে ট্রেড শো করার ব্যাপারে আয়োজকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রস্তাব আমি তুলে ধরতে চাই। সেগুলো হল –

এবিইএফ এর 'অন্তর্ভুক্তি' সদস্যদের ভোটাধিকার থাকলে আরো ব্যাপকভাবে সব আলোচনা করা যেতে পারে – যাতে শো সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

একদিন শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের দিন হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করা হোক।

সরকারী, বেসরকারী এবং এনজিওগুলোতে কার্ড পাঠিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানালে শোর উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবে।

শোতে সরাসরি কেনাবেচা বন্ধ করে দিতে হবে। শুধুমাত্র বুকিং করার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

শো'র পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপিত বিভিন্ন পণ্যের উপর ওয়ার্কশপ / সেমিনার করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই সেমিনার / ওয়ার্কশপ শো'র পাশাপাশি সবসময় সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কোম্পানীগুলো নিজেদের সেমিনার / ওয়ার্কশপের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উৎসাহীদের আগেই অবহিত করবেন এবং শো কর্তৃপক্ষ একটি পূর্ণাঙ্গ সময়সূচী ঘোষণা করবেন, যাতে ব্যাপকভাবে উৎসাহীরা এতে অংশ নিতে পারেন।

ক্রিকেট পণ্ডিত কমপিউটার

(৫৩ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে- কত রান সংগ্রহ করলেন, কি ধরনের বল বা বোলারের মোকাবেলা করেছেন, পিচের অবস্থা কেমন ছিল, সে কি দলের বিপর্যয়ের মুখে খেলতে নেমেছিলেন কিনা, তিনি কয়টি ভাল শট্স নিয়েছেন বা বাউন্ডারী মেরেছেন ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।

যাহোক, এসবগুলো কারণকে রেংকিং এর ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা যায় না। কারণ এদের বেশীরভাগই বর্ণনামূলক কিন্তু রেটিং-এর ভিত্তিই হচ্ছে পরিসংখ্যান, আর এই সকল বর্ণনামূলক প্রশ্নের জবাবকে নম্বরে রূপান্তর করার জন্য জটিল এবং উন্নততর সফটওয়্যারের প্রয়োজন। এধরণের জটিলতা পরিহারের জন্য রেটিং-এর ক্ষেত্রে কেবল খেলা শেষে স্কোর বোর্ড থেকে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যাবলী এবং কয়েকটি বর্ণনামূলক ঘটনা যেগুলোকে সহজেই নম্বরে রূপান্তর করা যায় কেবলমাত্র সেগুলোকেই বিবেচনা করা হয়। এভাবেই টেস্ট ক্রিকেটারদের রেংকিং তৈরি করা হয়েছে।

বর্তমানে ক্রিকেট সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনায় নিয়মিতভাবে এই রেটিং এর ওপর ভিত্তি করেই লেখা বেরুচ্ছে। ইংল্যান্ডের ক্রিকেট সংগঠকরা স্কুল বা কলেজ পর্যায়ের লীগে এধরনের রেটিং ব্যবস্থা প্রচলন করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করছেন। এব্যাপারে অবশ্য C & L তেমন আশাবাদী নয়।

C & L খেলোয়াড়দের এই রেটিং-এর কাজে ২০ মেগাবাইট বুল ডেস্কটপ কমপিউটার ব্যবহার করেছে। রেটিংটি ঠিক করা হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটারদের অতীত নৈপুণ্যের ভিত্তিতে। তাই প্রায় ১১৫০টি টেস্ট ক্রিকেটের বিভিন্ন তথ্য এই ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে প্রোগ্রামটি রেটিং গণনা করে এর রয়েছে মাত্র ৫০০ লাইনের কোড আর ডাটাবেসকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রোগ্রামটির কোড লাইন সংখ্যা হচ্ছে ১২০০০। এই সবকিছুই মাত্র ৯টি টেস্ট টিমের জন্য। দেশীয় পর্যায়ে লীগগুলোতে টিমের সংখ্যা হয় প্রচুর সেক্ষেত্রে এ ধরনের র‍্যাংকিং করা খুবই কঠিন কাজ।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে C & L বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটমোদীদের জন্য একটি মহৎ কাজ করেছে। কিন্তু ক্রীড়া উৎসাহীদের চাহিদা আরও অনেক। অবশ্য এর কারণও রয়েছে। একদিনের ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দরুন ক্রিকেটমোদীরা একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলোয়াড়দের জন্য টেস্টের অনুরূপ রেটিং ব্যবস্থা দেখতে আগ্রহী। তবে দূর্ভাগ্য যে উ ী একদিনের ম্যাচের ব্যাপারে এধরনের কোন রেটিং-এর কথা ভাবছে না অর্থাৎ এর জন্য ক্রিকেটমোদীদের আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ANANTA JOTI

COMPOSE

LASER PRINTING

RIBBON RE-INKING

ALSO

For Sales , Rent , Services & Data Entry

TOP OF THE TIME

Please Call 815445 814253

ANANTA JOTI GROUP :
- M/S ANANTA JOTI (COMPUTER & TELEFAX)
- M/S ANANTA JOTI MULTIMETALS (DISH ANTENNA)
- M/S ANANTA JOTI SECURITY (SECURITY GUARD)

HEAD OFFICE : Baitush Sharaf Mosque
149/A, Airport Road,Dhaka - 1215

BRANCH : Lion Shopping Centre
73, Airport Road (2nd Floor), Dhaka.